৬৩ জেলায় ৪১০টি স্থানে একই সময়ে বোমা ঃ নিহত ২, আহত ২৫০, গ্রেপ্তার ১২১, উদ্ধার ৬৩টি বোমা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ রাজধানীসহ সারা দেশে গতকাল বুধবার সকালে একযোগে এবং একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীতে হাইকোর্ট, জজকোর্ট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ডিসি অফিস, পুলিশ সদর দপ্তর, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, গুলশানের কূটনৈতিক এলাকা, বারিধারায় মার্কিন দূতাবাসের কাছে নতুনবাজার মোড়ে একযোগে দফায় দফায় এসব বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। মূলত সারা দেশের একটি বাদে সব জেলা সদরের কিছু স্পর্শকাতর এলাকাকে হামলাকারীরা টার্গেট করে এই টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর মধ্যে ছিল আদালত ভবন, ডিসি অফিস, পুলিশ লাইন, থানা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ইত্যাদি। ৬৩টি জেলায় একঘণ্টা ধরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে বেশিরভাগ বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে সকাল সাড়ে ১০টায় সাতক্ষীরায়। এর পরপরই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বগুড়ায়। পরবর্তী সময়ে রাজধানীসহ একেক করে একটি বাদে সব জেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' নামে একটি সংগঠন এসব বোমা বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণের স্থল থেকে বাংলা ও আরবিতে লেখা ২ ধরনের লিফলেট পাওয়া গেছে। এই লিফলেটে বর্তমান সরকারকে অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। অবিলম্বে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার হুমকি দেওয়া হয়।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ ৬৩টি জেলার ৪১০টি স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঢাকার সাভারে ২ জন নিহত এবং

অন্যান্য স্থানে শিশু, নারী-পুরুষসহ ২১১ জন আহত হয়। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে ৬৮টি তাজা বোমা উদ্ধার ও ১২৬ জনকে আটক করে। বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চলতে থাকা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বাতিল করে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। পুলিশসহ সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়। রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনসহ তল্লাশি করা হয় সন্দেহভাজনদের।

রাজধানীতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটি হয়ে যায়। প্রতিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। ঘটনার পরপরই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে তৎপরতা শুরু করে।

সারা দেশে লাগাতার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এ পর্যন্ত ২ জন নিহত ও আড়াই শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। পুলিশ এবং গোয়েন্দারা শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। নিহতরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে রবিউল আলম (৪০) এবং সাভারে সালাম (১০) নামের এক শিশু। ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, এই হামলার ব্যাপারে সরকার গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে আগেই জানতে পেরেছিল। গোয়েন্দারা ১৩, ১৫ ও ১৬ আগস্ট এ ধরনের হামলার সংকেত দিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের ১ দিন পরে এই বোমা হামলার ঘটনা ঘটলো। একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী নাশকতামূলক এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। বিস্ফোরিত সবগুলো বোমার ধরন ও আকৃতি একই ধরনের। এতে ৪টি পেন্সিল ব্যাটারি কাগজে মোড়ানো ছিল। এরপর তা ২টি বৈদ্যুতিক তারসহ স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ছিল। ভেতরে দেওয়া হয় কাঠের গুঁড়ো ও ধানের তুস। বোমাগুলোতে একটি সুইস লাগানো ছিল।

রাজধানী ঃ উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন জামাআ'তুল মুজাহিদিন গতকাল রাজধানীর ২৮টি স্থানে একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে রমনা থানার টিএসসি, হাইকোর্ট, পুলিশ সদর দপ্তরের পাশে, দোয়েল চত্বর, মালিবাগ হোসাফ টাওয়ারের সামনে, হোটেল শেরাটন, প্রেসক্লাব, সচিবালয়ের সামনের রাস্তায়, নিউমার্কেট থানা এলাকার নিউমার্কেট ৪ নম্বর গেটের সামনে, কোতোয়ালি থানা এলাকার জজকোর্ট, সিএমএম আদালত চত্বর ও ভেতরে, মতিঝিল থানা এলাকার শাপলা চত্বর ও রাজউক ভবনের সামনে, উত্তরা থানা এলাকার

উত্তরা রাজউক মার্কেটের সামনে ও আব্দুল্লাহপুরে, বিমানবন্দর থানা এলাকার বিমানবন্দর টার্মিনাল ভবনের সামনে এবং বিমানবন্দর রেলস্টেশনে, গুলশান থানার গুলশান ২ নম্বর সেকশনের বিলকিস টাওয়ারের সামনে, আমেরিকান দূতাবাসের নিকটবর্তী নতুনবাজার ওভার ব্রিজের কাছে এবং কালাচানপুর এলাকায়, তেজগাঁও থানার পান্থপথ, হোটেল সোনারগাঁও মোড়, ফার্মগেট, বাংলামটর, কাফরুল থানার পিএসসির সামনের রাস্তায়, মোহাম্মদপুর থানার আসাদগেট, সেন্ট যোসেফ স্কুলের সামনের রাস্তায় এবং পল্টন থানার শান্তিনগর ও শাওন টাওয়ারের পাশে লাগাতার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসব এলাকায় সকাল ১১টা ৫ মিনিট থেকে বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয়।
সোয়া ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের পূর্ব পাশের বাস কাউন্টারের কাছে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে কর্তব্যরত বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পান দোকানদার জানান, বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে তিনি হকচকিয়ে যান এবং লোকজনকে ছোটাছুটি করতে দেখতে পান। এর আগে অজ্ঞাত দাড়িওয়ালা ব্যক্তি একটি ব্যাগ ও এক কিশোরকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাসের টিকিট কাটতে যায়। একটু পরে ওই কিশোর সরে যাওয়ার পরেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এর পরই বোমার বিস্ফোরণ ঘটে সচিবালয়ের পাশে।
১১টা ১০ মিনিটে জিয়া বিমানবন্দরের ক্যানপি এলাকার সিঁড়ির কাছে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। একই সময় বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকায় একটি চটের ব্যাগের মধ্যে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এ ঘটনার পর পুলিশসহ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছুটে যায়। সেখান থেকে ৫ জন মাদ্রাসা ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ১১টা ৫ মিনিটে হাইকোর্ট এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। হাইকোর্ট আইনজীবী সমিতির ভবন ও এলএক্স ভবনের মাঝখানের কার পার্কিং এলাকায় একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আমিনুর রহমান চন্দনের গাড়ির চালক খসরু (২০) ও বিচারপতি সালমা মাসুক চৌধুরীর সাবেক ক্লার্ক বাবুল আহত হন। খসরুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে।
১১টা ১০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে পুরান ঢাকার কোর্টকাচারি এলাকায় লাগাতার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সেখানে ৪টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। জেলা দায়রা জজ আদালত ভবনের পশ্চিম পাশের বারান্দায় দুটি আলমারির পাশে পেতে রাখা একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।
এরপর মহানগর দায়রা জজ আদালতের দোতলার পূর্ব পাশের অভিযোগ কেন্দ্রের দরজার সামনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর সিএমএম আদালতের মালখানার পাশে এবং ভবন চত্বরে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে আরো একটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর আদালত পাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
পলাশী এলাকায় মনিরুজ্জামান (২৮) নামে এক পথচারী বোমায় আহত হয়েছেন। তিনি রিকশাযোগে পলাশী বাজারে এসে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে টাকা ভাঙতি করছিলেন। এ সময় বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে তিনি আহত হন। নগরীর শেরাটন হোটেলের সামনে মাসুম (৩০) নামে এক ব্যক্তি বোমায় আহত হয়েছেন। হোটেল শেরাটনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বোমার বিস্ফোরণে তিনি আহত হন। তাকেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া বাংলামটর এলাকায় রুহুল আমিন নামে এক ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আহতরা সবাই জানান, আচমকা প্রচণ্ড শব্দে প্রতিটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা কেউ বুঝতে পারেননি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি স্পটে গতকাল বেলা ১১টার দিকে পরপর বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ক্যাম্পাস এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ১১টার দিকে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে পলাশী মোড়ে। বোমার আঘাতে মনিরুজ্জামান নামে এক পথচারী আহত হয়। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম সংলগ্ন দেয়ালের পাশে আরো একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। সোয়া ১১টার দিকে টিএসসি সংলগ্ন স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরের বাঁশঝাড়ের নিচে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলের আশপাশে উপস্থিত মানুষজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ক্যাম্পাস জুড়ে আতঙ্ক শুরু হয় ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে। পরে পুলিশ এসে বাঁশঝাড় থেকে একটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করে। দেশের সব জেলায় বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ ক্যাম্পাসে পৌঁছলে সকল ছাত্রছাত্রী ক্লাস বাদ দিয়ে বাসায় চলে যান। ক্যাম্পাস জুড়ে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর ২৮টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও এসব ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬ জনকে। বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫ জন মাদ্রাসা ছাত্রকে। এরা হলো রবিউল, শাহজালাল, হামিদুর, কাওসার, জাহিদুল ইসলাম। এরা সবাই যাত্রাবাড়ী এলাকার দারুল উলুম মাদারীয়া মাদ্রাসা ও ফরিদাবাদ এলাকার জামিয়া আফতাবিয়া মাদ্রাসার ছাত্র বলে বিমানবন্দর থানা পুলিশ জানিয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত অপরজন হলো বাংলামটর থেকে গ্রেপ্তারকৃত রুহুল আমিন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জজকোর্ট ও বাংলামটর ক্রসিং থেকে পুলিশ ৩টি বোমা উদ্ধার করেছে।
রাজধানীর বাইরে বোমা বিস্ফোরণ : একযোগে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরণে গতকাল বুধবার প্রকম্পিত হয়েছে গোটা দেশ। দেশের ৬৩টি জেলা সদরের জজকোর্ট, ডিসি অফিস, থানা, পুলিশ লাইন ও প্রেসক্লাব ছাড়াও কিছু কিছু উপজেলাসহ অন্যান্য স্থানে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের খবর :
চট্টগ্রাম : সারা দেশের মতো বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও গুরুত্বপূর্ণ ২০টি পয়েন্টে গতকাল একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। সকাল পৌনে দশটায় জিইসির মোড়ে প্রথম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর এগারটা থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে আদালতভবনসহ বিভিন্ন স্থানে বাকি বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট পাঁচজন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে পুরো চট্টগ্রামে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব) এবং পুলিশ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অবস্থান নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের টহল ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে র‌্যাব ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। এদের কাছ থেকে কিছু পটকা উদ্ধার করা হয়। বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে পুরো নগরী গুজব এবং আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে।
সকাল পৌনে দশটার দিকে জিইসির মোড় এলাকায় প্রথম বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটলে বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হয় ছিন্নমূল শিশু

দেলোয়ার হোসেন (১৩)। বোমাটি তার হাতেই বিস্ফোরিত হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিশু দেলোয়ার জানায়, সকালে ভিক্ষা করার সময় তার সঙ্গী অপর একজন ভিক্ষুক রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটি কাগজের প্যাকেট দেখিয়ে দিয়ে সেটি নিয়ে আসতে বলে।

সে আরো জানায়, প্যাকেটটি হাতে নিয়ে একটু সামনে আসার পরই বিকট শব্দে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটে। বোমার আঘাতে তার দুপায়ের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে কাজীর দেউড়ির মোড়ে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে আহত আবদুল হাইয়ের মুখমণ্ডল ঝলসে যায়। দুজনকেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া প্রেসক্লাবের সামনে মোহাম্মদ ইসমাইল (১২) নামে এক আমড়া বিক্রেতা এবং শাহ আমানত ব্রিজে হাবিবুর রহমান (৬০) নামে আরো দুজন আহত হয়।

সকাল এগারটা থেকে সোয়া এগারটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম আদালতের মুখ্য মহানগর হাকিমের এজলাসের পেছনে, মহানগর হাকিম আকরাম হোসেনের এজলাসের সামনে, আদালত ভবনের নিচে স্মারকস্তম্ভের পাশেসহ তিনটি স্থানে, কোতোয়ালি থানা সংলগ্ন সিডিএ ভবনের সামনে, জিপিও সংলগ্ন এস আলম বাস কাউন্টারের সামনে, সিটি কর্পোরেশন অফিস সংলগ্ন আন্দরকিল্লা মোড়, জামাল খানস্থ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব ও ইস্পাহানির মোড়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

এছাড়া কাজীর দেউড়ির মোড়, ওয়াসার মোড়, জিইসির মোড়, মুরাদপুর, বারিক বিল্ডিং এর মোড়, নাসিরাবাদ দৈনিক পূর্বকোণ অফিসের সামনে, চকবাজার মোড়, চট্টগ্রাম বন্দর ভবন সংলগ্ন ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড অফিস, বাকলিয়া কর্ণফুলী নদীর শাহ আমানত ব্রিজ, কর্নেল হাট, বহদ্দার হাট, পাহাড়তলী এলাকায় বাকি বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। আন্দরকিল্লার মোড়, আদালত ভবন থেকে পুলিশ দুটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করেছে।

আদালত ভবনে বোমা বিস্ফোরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এডভোকেট মোহাম্মদ তসলিম জানান, সকাল ১১টা ১০ মিনিটের দিকে মহানগর হাকিম আকরাম হোসেনের এজলাসের পাশে একটি পানের দোকানে বিকট শব্দে প্রথম বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটে। এর এক মিনিটের মধ্যে মুখ্য মহানগর হাকিমের এজলাসের পেছনে এবং আদালত ভবনের নিচে স্মারকস্তম্ভের পাশে অন্য বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটলে সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় আদালত ভবনে উপস্থিত সকলেই হুড়োহুড়ি করে আদালতের করিডোর থেকে বেরিয়ে যায়। পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণে পর সমস্ত আদালতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মহানগর হাকিম আকরাম হোসেন বলেন, বোমা বিস্ফোরণের ফলে সকলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় আপাতত আদালতের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের পর সকাল সোয়া ১১টা থেকে পুরো চট্টগ্রামে রেড এলার্ট জারি করা হয়। র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব) এবং পুলিশ নগরীর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অস্থায়ী চেক পোস্ট বসিয়ে যানবাহন তল্লাশি শুরু করে। এসময় মাঝিরঘাট স্ট্যান্ড এলাকা থেকে দুজনকে, শাহ আমানত ব্রিজ থেকে একজনকে কদমতলী মোড়ে চারজনসহ মোট ৭জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের র‌্যাব সদর দপ্তরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কদমতলী থেকে পটকাসহ গ্রেপ্তারকৃত আজিজ জানায়, একটি বিয়ে উপলক্ষ্যে তার বন্ধু করিম তাকে লালদীঘি পাড় এলাকা থেকে পটকাগুলো কিনতে দিয়েছিল।

ময়মনসিংহ : বুধবারে বেলা ১১টার দিকে শহরের প্রেসক্লাব কমপ্লেক্স, আদালত চত্বর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, আনন্দমোহন কলেজ চত্বর, পাটগুদাম চায়না ব্রিজ মোড় ও চরপাড়া মোড় মিলে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি স্থানে কমপক্ষে ১১টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্য থেকে গুরুতর ৮ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে প্রায় প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণ স্থলে পাওয়া গেছে বাংলা ও আরবিতে ছাপানো লিফলেট। এসব লিফলেটে বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান সংবলিত 'জামা'তুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' লেখা রয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে গোটা শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ সময় লোকজনের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে শহরের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম এলাকা আদালত চত্বর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, আনন্দমোহন কলেজ চত্বর, পাটগুদাম চায়না ব্রিজ মোড় ও চরপাড়া মোড় মিলে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি স্থানে কমপক্ষে ১১টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আর এই ১১টি বোমার ৬টিই বিস্ফোরিত হয়েছে আদালত চত্বরের এডিএম আদালত, ৩ নং আমলি আদালত (২টি), জেলা পরিষদ কার্যালয় ও বার লাইব্রেরির (২টি) স্থানে। অপর ৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে যথাক্রমে প্রেসক্লাব কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, আনন্দমোহন কলেজ চত্বর, পাটগুদাম চায়না ব্রিজ মোড় ও চরপাড়া মোড় এলাকায়। শহরের ৬টি স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হলেও লোকজন আহত হয়েছে শুধুমাত্র প্রেসক্লাব কমপ্লেক্স, আদালত চত্বর ও বাকৃবি চত্বরে। এসব স্থানে বাকৃবির একজন ছাত্রসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্য থেকে গুরুতর ৮ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তিকৃতরা হলেন সুদীপ (৩০), মানিক (৫০), ফয়জুর রহমান (৩৭), হাবিব (২৫), আলাল উদ্দিন (৩৫), টুটুল (১৫), রফিকুল ইসলাম (৩০), বাকৃবির শহীদ শামসুল হক হলের ছাত্র ইমতিয়াজ (২৩)। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ জড়িত সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে আহতদের অনেককেই পুলিশ সন্দেহের তালিকায় রেখে হাসপাতালে তাদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনার পর থেকে ঘটনাস্থলসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ গতকাল সকালে মাগুরায় ব্যাপকসংখ্যক লিফলেট বিলি করেছে। প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তারা প্রচণ্ড শব্দযুক্ত টাইমবোমা ব্যবহার করে। সকাল সোয়া ১১টায় একই সঙ্গে শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পয়েন্টে অজ্ঞাত স্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত চারটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বোমা চারটি বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বোমার সঙ্গে জড়িয়ে রাখা শতশত লিফলেট ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিস্ফোরণে কারো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। জানা যায়, সকাল সোয়া এগারটায় মাগুরা শহরের জজকোর্ট প্রাঙ্গণে দুটি এবং ডিসি কোর্ট প্রাঙ্গণ ও মাগুরা থানার সামনে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। অন্যদিকে শহরের ডিসি কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে অবিস্ফোরিত একটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিস্ফোরণকালে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয় এবং বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আরবি ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত অসংখ্য লিফলেট ছড়িয়ে পড়ে। এসকল লিফলেটে বর্তমান সরকারকে একটি অনৈসলামিক সরকার হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের নামে প্রচারিত এ লিফলেটের মাধ্যমে তারা বর্তমান সরকারকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে জানিয়েছে তাদের কোনো কর্মীকে যদি সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তবে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেবে। তারা ইতিমধ্যেই

হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে বলেও জানিয়েছে।
ঝিনাইদহ ঃ ঝিনাইদহ জর্জকোর্ট ও জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণের চারদিকে বেলা শোয়া ১১টার দিকে ৪টি টাইমবোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এ ঘটনায় ১ কিশোর মারাত্মক জখম হয়েছে। ঘটনাস্থলগুলো থেকে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। বেলা ১১টা ১০ মিনিটের সময় জর্জকোর্ট প্রাঙ্গণে সামরিক বাহিনীর এক দল সদস্য দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের খুব কাছাকাছি প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয় জর্জকোর্টের পেছনে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আরো দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয় জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণের আশপাশে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রধান গেটের কিছু দূরে বিস্ফোরিত বোমায় ঝিনাইদহ সদরের নতুন হাটখোলার আক্কাস আলীর ছেলে রাসেদ মারাত্মক আহত হয়েছে। তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
একই সময় টাইমবোমাগুলো বিস্ফোরণের পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ঝিনাইদহ শহরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জর্জকোর্ট প্রাঙ্গণে উপস্থিত মানুষ আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলগুলো থেকে বিস্ফোরিত বোমাগুলোর আলামত ও জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক লিফলেট উদ্ধার করেছে। উক্ত লিফলেটে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান!' জানানো হয়েছে।
কিশোরগঞ্জ ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা শহর পরপর ৬টি বোমার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে। এতে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে। প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয় সকাল ১১টা ৫ মিনিটে কিশোরগঞ্জ জজকোর্টের প্রবেশ পথে। এর তিন মিনিট পরই দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয় জজকোর্টের বারান্দায়। এর কিছুক্ষণ পর তৃতীয় বোমাটি কালেক্টরেট ভবনের বারান্দায় ও চতুর্থ বোমাটির বিস্ফোরণ হয় জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে। পঞ্চম বোমাটি শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র পুরান থানার ও ষষ্ঠ বোমার বিস্ফোরণ ঘটে শহরের বত্রিশ বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। আহতদের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলাই চরপাড়া গ্রামের বরজু (৩০), কোর্টের জারিকারক বাসির (৩৮), করিমগঞ্জ উপজেলার সাধের জঙ্গল গ্রামের রায়হান (২৫), একই উপজেলার জাফরাবাদ এলাকার আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) ও শহরের পুরান থানা এলাকার হকার মজনুকে (৩০) কিশোরগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। কোর্টের বোমা বিস্ফোরণস্থল থেকে জামা'আতুল মুজাহিদীনের বেশকিছু লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে।
বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে জেলা আইনজীবী সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। জেলা প্রশাসক সি এম ইউসুফ হোসাইন ও পুলিশ সুপার মল্লিক ফখরুল ইসলাম বোমা বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ ধারণা করছে, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, বোমাগুলো টাইমবোমা হতে পারে। পুলিশ বিস্ফোরিত এলাকা কর্ডন করে রেখেছে।
আরো বোমা হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
নোয়াখালী ঃ সকাল ১১টা ১০ মিনিটে নোয়াখালী জেলা শহরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে ৫ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে আনোয়ার হোসেন (৪০) লুৎফুন নাহার লতা (২০) ও সোহেলকে (৩০) নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত লুৎফুন নাহারের শ্রবণ শক্তি বিনষ্ট হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানান।
বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয় নোয়াখালী প্রেসক্লাব, বড়ো মসজিদ মোড়ের ট্রাফিক পয়েন্ট ও কোর্ট বিল্ডিং চত্বরে। বিকট বিস্ফোরণে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরে নানা প্রকার গুজব রটে যায়। স্কুল-কলেজ দ্রুত ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলো নিরাপত্তার কারণে কিছু সময় বন্ধ ছিল। পুলিশ অবশ্য দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে। শহীদ মিনারের মূল গেট সংলগ্ন স্থান থেকে পুলিশ বোমা তৈরির আলামতসহ ইব্রাহিম (২৪) নামক এক ব্যক্তিকে আটক করে, এছাড়া পুলিশ আরো ৬ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে। বোমা বিস্ফোরণের স্থানগুলো থেকে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের বাংলা ও আরবি ভাষায় মুদ্রিত প্রচুর লিফলেট পাওয়া গেছে।
নোয়াখালীর পুলিশ সুপার এ কে এম শহীদুল ইসলাম স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, বিস্ফোরিত বোমাগুলো দেশে তৈরি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়া সঠিকভাবে বলা যাবে না। তিনি জড়িতদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান।
মেহেরপুর ঃ বেলা ১১টা থেকে আধা ঘণ্টার মধ্যে মেহেরপুর ডিসি কোর্ট ও জজকোর্ট প্রাঙ্গণে ৫টি ও শহরের বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে আরো তিনটি মোট আটটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় হোটেল বাজার মোড়ও জেলা জজকোর্ট প্রাঙ্গণে। পৌর চেয়ারম্যান মোতাচ্ছিম বিল্লাহর জিপ গাড়ি লক্ষ্য করেও একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে আরবি ও বাংলায় লেখা হ্যান্ড বিল পাওয়া যায়। এ হ্যান্ড বিলে জামা'আতুল মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
বরগুনা ঃ বরগুনা শহরে পরপর সাতটি স্পটে বোমা বিস্ফোরণে চার জন আহত হয়েছে। জজকোর্টের মসজিদ প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ শুরু হওয়ার পর একে একে বরগুনা প্রেসক্লাব, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্স ও টাউন ব্রিজ এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ হতে থাকলে মানুষের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জেলা প্রশাসক জাকির আহমেদ, পুলিশ সুপার, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জজকোর্টের মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রথম বোমার বিস্ফোরণ হয়। এরপর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ, বড়ো ব্রিজ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে দুইটি ও পেছনে একটি ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সরা প্রাঙ্গণে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বড়ো ব্রিজের কাছে বোমা বিস্ফোরণে তিন জন, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে একজন আহত হয়। আহতদের দুই জন রিকশা চালক ও দুইজন মাছ বিক্রেতা। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরা বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আহতরা হলো ইদ্রিস (৩০), বেল্লাল (১৮), ফরহাদ (২২) ও বেল্লাল (৩১)।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেখা গেছে প্রত্যেকটি বোমা একই ধরনের শপিং ব্যাগে কাঠের গুঁড়ার মধ্যে এবং ব্যাটারি ও তার সংযুক্ত করা। প্রত্যেক বোমার সঙ্গে চার ভাঁজে বেশ কিছু লিফলেট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিফলেটে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের নাম ব্যবহার

করে বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে কোনো কোনো বোমার ব্যাগে উর্দু লেখা লিফলেটও পাওয়া গেছে।

নাটোর ঃ নাটোরে ১১টা থেকে ১১টা ১০ মিনিটের মধ্যে চারটি স্থানে মোট সাতটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে পুলিশ সার্জেন্ট হালিমসহ আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। আহতদের নাটোর সদর, মিশন হাসপাতাল ও পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম পৃথকভাবে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রতি স্থানেই বাজারের ব্যাগে লিফলেট ও সবজির মধ্যে বোমাগুলো রাখা ছিল এবং প্রত্যেকটিতে ব্যাটারি সুইচ ও দুটি তার সংযোগ ছিল। এর মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণে চারটি, মাদ্রাসা মোড়ে একটি, কানাইখালী পুরাতন বাসস্ট্যান্ড তথা ঢাকা কোচ স্ট্যান্ডে একটি ও স্টেশন বাজার রোজ হলের সামনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

বোমা হামলার ব্যাপারে নাটোর সদর থানার ওসি এমদাদুল হক বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ সুপার গোলাম কিবরিয়া জানান, তিনি মনে করেন জামা'আতুল মুজাহিদীনরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

নরসিংদী ঃ বুধবার সাড়ে ১১টায় একযোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে ১০ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। দুইটি তাজা বোমা ও জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের কিছু লিফলেট পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দুইটি, নরসিংদী সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে তিনটি, জেলা কারাগার মসজিদের কাছে দুইটি, নরসিংদী বাস স্ট্যান্ডে চারটি ও পুলিশ লাইন মোড়ে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণে কলেজ ছাত্রছাত্রীসহ ১০ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছে। আহতরা হলো নরসিংদী সরকারি কলেজের এমএ (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) শেষ বর্ষের ছাত্রী কোহিনূর বেগম (২৫) ছাত্রী আনোয়ারা বেগম (২৪), ছাত্র নূরে আলম (২৫), বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জনুফা বেগম (২২), ছাত্র আমিনুল হক (২২), কলেজের দপ্তরি আমীর আলী (৩০), ও কাঠ মিস্ত্রি আমীর হোসেন (২৮)। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জয়নাল আবেদীন (৩০), হারুন মিয়া (৪০) ও বাস স্ট্যান্ডে টেম্পু ড্রাইভার আব্দুল হাসিম (৩০)। আহতদের মধ্যে কলেজছাত্রী জনুফাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং অন্যদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে নরসিংদী জেলা যুবলীগ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও এক প্রতিবাদ সভা করেছে। নরসিংদীর জেলা প্রশাসক মোঃ ফিরোজ সালাউদ্দিন ও পুলিশ সুপার মীর রেজাউল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

খাগড়াছড়ি ঃ সকাল ১১টা ২৫ মিনিটে জেলা শহরের জজকোর্ট প্রাঙ্গণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং শহরের শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে চারটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে এক মহিলাসহ চার ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছে। পুলিশ সন্দেহজনক আহত একজনকে আটক করেছে। পুলিশ সুপারসহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রতিটি বিস্ফোরণস্থল থেকে জামা'আতুল মুজাহিদিনের ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান সংবলিত প্রচারপত্র পাওয়া গেছে।

বিস্ফোরণে আহতরা হলেন মামলার হাজিরা দিতে জেলার মাটিরাঙ্গা থেকে আসা জয়নব বিবি (৩৫), আমির আলী (৬০), আব্দুল মুনাফ (৩৫) ও দীঘিনালা থেকে আসা হংসধবজ চাকমা (৬০)।

লক্ষ্মীপুর ঃ মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে লক্ষ্মীপুরের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ৬টি স্থানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুর কালেক্টরেট ভবনের বারান্দায় প্রথম বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর পরপর জেলা জজকোর্টের দোতলা ওঠার সিঁড়িতে, সদর উপজেলা ইউএনও অফিসের দোতলার সিড়িতে, সদর থানার সামনে, পৌরসভা ভবনের সামনে এবং লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ সংলগ্ন স্থানে বিকট আওয়াজে এসব বোমা বিস্ফোরিত হতে থাকে। এ সময় পুরো শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুরের এসপি মোঃ ফজলুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি জানান, বোমা বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। বোমাগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি বলে মন্তব্য করে তিনি আরো জানান, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এসব বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। এ দিকে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনাটি আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে বলে দাবি করে বিএনপি শহরে মাইকিং চালিয়ে যাচ্ছে।

জামালপুর ঃ জেলা কালেক্টরেট ভবন, জজকোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, শহীদ মিনার ও বকুলতলা চত্বরে পরপর ৮টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় আ.লীগ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে। এ সময় ৬/৭ নেতাকর্মী আহত হয়। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টা ২০ মিনিটে প্রথম জজকোর্ট এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের উত্তর কোণে প্রচণ্ড শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর পরপরই আরো ২টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই সময়ে জেলা কালেক্টরেট ভবনের দক্ষিণ পাশে ও কোর্ট মসজিদের ইমামের বাসকক্ষের সামনে ২টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর পর শহরের বকুলতলা চত্বরে, রেলওয়ে স্টেশনে ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় একই সঙ্গে ৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ওই সব স্থানে আসা লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। ৫টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়। ঘটনার পরপরই পুরো জেলা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং বোমার আলামত উদ্ধার করে। বোমা বিস্ফোরণের পর জেলা প্রশাসক গোলাম মোস্তফা, পুলিশ সুপার বিশ্বাস আফজাল হোসেন ও পৌর চেয়ারম্যান শাহ ওয়ারেছ আলী মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসন, বিচারালয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা শহীদ মিনার ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জেলা আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয় থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। শহরের সকল বাজারে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা চালায় এবং লাঠিচার্জ করে। এ সময় ছাত্রলীগের সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন ছানো, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলমসহ ৬/৭ জন আহত হয়েছে বলে ছাত্রলীগ দাবি করেছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জামালপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শহরের বিনোদন কেন্দ্র সিনেমা হলগুলোতে বোমাতঙ্ক বিরাজ করছে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটি জামালপুর জেলার সভপতি মওলানা মেরাজুল রহমানকে ডিসি অফিসে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

টাঙ্গাইল ঃ জেলা সদর ও উপজেলা সদরে বুধবার বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পরপর ৮টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে একজন

আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২টি বোমা উদ্ধার ও সন্দেহজনকভাবে ২ জনকে আটক করেছে। পুলিশ সুপার বলেছেন, এগুলো গান পাউডার ও ব্যাটারিচালিত টাইম বোমা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল ১১টা ৫ মিনিটে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে পাবলিক টয়লেটের সামনে বাইসাইকেলে বেঁধে রাখা বোমার প্রথম বিস্ফোরণ হয়। ৫ মিনিট পরই জজকোর্ট চত্বরে বাইসাইকেলে বাঁধা দ্বিতীয় বোমা এবং এর ৫ মিনিট পর জজকোর্টের সামনে তৃতীয় বোমা বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনার পরই আদালতের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সেখান থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ১১টা ১০ মিনিটে আদালত সড়কে পানের দোকানের ভিতরে বোমা বিস্ফোরণে রাস্তার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আনছের আলী (৪৫) আহত হয়। তাকে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১১টা ২০ মিনিটে বেবিস্ট্যান্ডে মসজিদের পাশে বোমা বিস্ফোরণ হয়। সেখানে থেকে পুলিশ একটি তাজা বোমা উদ্ধার ও ২ জনকে আটক করে। এ ছাড়া মধুপুর, ঘাটাইল ও মির্জাপুর উপজেলা সদরেও একই সময়ে বোমার বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ সুপার বলেছেন, কোনো একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে এদের গ্রেপ্তার করা হবে।

পাবনা ঃ শহরের কেন্দ্রস্থলে জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, অ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পৈলানপুর মোড়, অনন্ত মোড় ও বাসটার্মিনাল এলাকায় ১৪-১৫টি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ হয়। বোমার আঘাতে আহত হয়েছে ৬ জন। বোমার বিকট শব্দ ও ধোঁয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, এ সময় জেলা জজ এজলাসের পিওন বাবুল আক্তার (৩৫) ও আদালতের জারিকারক আঃ গণি (৩৮) আহত হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটক ও পার্শ্ববর্তী স্থানে ৪টি বোমার বিস্ফোরণে আহত হয় ইমাম (২০) ও ইব্রাহিম (৩৫) নামে ২ ব্যক্তি। এরপর শহরের পৈলানপুর মোড়, অ্যাডওয়ার্ড কলেজ, অনন্ত মোড় ও বাসটার্মিনাল এলাকায় একই ধরনের শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

পাবনার পুলিশ সুপার এম খুরশীদ হোসেন এ প্রতিনিধিকে জানান, ঘটনার পর পরই ৭টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। ব্যাপক তল্লাশি চলছে তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশের পাশাপাশি র‌্যাবের টহল জোরদার করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি ঃ রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্থানে ৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সকাল ১১টা ১০ মিনিট থেকে ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবের প্রধান ফটকের সামনে ১টি, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা রিজার্ভ বাজারের চৌমুহনীতে ১টি, রাঙ্গামাটি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের কলেজ গেট এলাকায় ১টি এবং বনরুপা বাজারের চৌমুহনী এলাকায় ২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এ সময় আতঙ্কিত লোকজন ছোটাছুটি শুরু করলে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক রাখেন। রিজার্ভ বাজারের চৌমুহনী এলাকায় বোমার আঘাতে মনির আহেমদ (৭) নামের একটি শিশুকে পায়ে গুরুতর জখম অবস্থায় রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশি পাহারা জোরদারসহ সেনা টহল বাড়ানো হয়। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান সহ জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বাগেরহাট ঃ বাগেরহাটে ৪টি স্থানে ৬টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সকাল ১১টা পর নতুন কোর্ট চত্বরের মসজিদ, জজকোর্টের প্রধান ফটক এবং কালেক্টরেট ভবনের সম্মুখের বকুলতলায় ৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঠিক একই সময়ে শহরে রেল রোড মসজিদের পেছনের ফাঁকা জায়গায়, কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে এবং আমলাপাড়া এলাকার মিঠাপুকুর পাড়ে আরো ৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। কোর্ট চত্বরের বকুলতলায় বোমা বিস্ফোরিত হলে সাইদুল মোল্লা (৪২), বিনয়পাল (৫৬) ও সাইদুল (৩২) আহত হয়। দুপুর পৌনে ২টায় র‌্যাব খুলনার-৬ এর একটি দল লে. কর্নেল নাসেরের নেতৃত্বে অবিস্ফোরিত একটি বোমা উদ্ধার করে।

সিলেট ঃ সকাল পৌনে ১১টা থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে সিলেট শহরে মোট ১২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে প্রাথমিকভাবে তিনজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া অবিস্ফোরিত তিনটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গতকাল সকাল থেকেই নগরীতে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। নগরীর সর্বত্র রেড এলার্ট ঘোষণা করা হয়েছে। নগরীর রাজপথে টহল দিচ্ছে পুলিশ-বিডিআরের পাশাপাশি র‌্যাব সদস্যরা।

গতকাল সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে প্রথম দুইটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে নগরীর কোর্ট এলাকার বাগানের ভেতর। প্রায় একই সময়ে আদালত পাড়ার তিনটি স্থানে মোট ৫টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। আদালত পাড়ায় বিস্ফোরণের অন্য স্থানগুলো হচ্ছে এডিএম ভবনের দোতলা ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আদালত কক্ষের পাশে। আদালত প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ ঘটনায় আহত হয় সিলেটের বিশ্বনাথ থানার শালপুরের হাবিব উল্লাহ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে তার কানে শ্রবণজনিত সমস্যা দেখা দেয়। জানা গেছে, আহত হাবিব একটি মামলার আসামি হিসেবে আদালতে হাজিরা দিতে এসেছিল। সকাল সোয়া ১১টার দিকে আম্বরখানা পয়েন্টের অদূরে একটি ফাস্টফুডের দোকানের ছাদে সংঘটিত বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন মতিলাল ধর (২৭) নামের একজন নার্সারি ব্যবসায়ী। রিকশাযোগে আম্বরখানা যাওয়ার পথে তাহের ফুড-এর দোতলায় বিস্ফোরিত বোমার স্প্লিন্টার মাথায় বিদ্ধ হয়ে আহত হন লামাবাজারের সিলেট নার্সারির স্বত্বাধিকারী মতিলাল ধর। এছাড়া, কোর্ট এলাকার বিস্ফোরণের সময় দৌড়াদৌড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হয় ভ্রাম্যমাণ পেয়ারা বিক্রেতা কামরুল সিদ্দিকী (১৯)। গতকালের ধারাবাহিক বোমা হামলায় আক্রান্ত মাজারগুলো হচ্ছে- রিকাবী বাজারের হযরত পরি শাহ (র.) মাজার, নাইওরপুরের কলিম শাহ (র.) মাজার ও চারদিঘির পাড়ের বুলবুল শাহ (র.) মাজার। তাছাড়া শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহপরান হলের পাশের পাহাড় ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের মসজিদ এলাকায়ও বোমা বিস্ফোরিত হয়।

মৌলভীবাজার ঃ বুধবার সকাল ১১টা থেকে প্রায় ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে মৌলভীবাজার জজ কোর্ট, কালেক্টরেট, পৌরসভা অফিসের রাস্তাসহ মৌলভীবাজার শহরের বিভিন্ন স্থানে ছয়টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে এসব বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার পর সারা শহরের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরিত স্থানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১১টা ৫ মিনিটের দিকে প্রথম মৌলভীবাজার জজ কোর্টে দোতলায় উঠার পূর্ব দিকের সিঁড়ির কাছে বিকট শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর পর বিস্ফোরণ ঘটে জজ কোর্টে প্রবেশের গেইটে, কালেক্টরেট এলাকার জেলা খাদ্য কর্মকর্তার অফিসের পশ্চিম-উত্তর কোণে, জেলা কালেক্টর বিল্ডিংয়ের ট্রেজারি অফিসের ছাদে, মৌলভীবাজার পৌরসভার দক্ষিণ গেইটের প্রায় ৫০/৬০ ফুট ভেতরে

অফিসের কাছে দেবদারু গাছের গোড়ায় এবং শহরের কুসুমবাগ এলাকায়।

ঘটনার পর মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোঃ মোখলেসুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মৌলভীবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবশ্য বিস্ফোরিত বস্তুগুলোকে বোমা বলতে আগ্রহী নন। তিনি ভোরের কাগজকে বলেছেন এগুলো পটকা জাতীয়। ঘটনার পর মৌলভীবাজারের কোর্টগুলোর স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়নি। বিস্ফোরিত বোমাস্থলের কোথাও বোমার স্প্লিন্টার পাওয়া যায়নি।

মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন কি ধরনের বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে তা বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়া বলা যাবে না। মৌলভীবাজারের আইনজীবীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ সমাবেশ ও শহরে মৌন মিছিল করেছেন। জেলা আইনজীবী সমিতির ১নং হলে এ প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি এডভোকেট শান্তিপদ ঘোষ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট পীযুষ কান্তি সেন, এডভোকেট ফয়সল আহমদ, এডভোকেট কামরেল আহমদ, এডভোকেট চাঁদ মুরারী সিংহ, এডভোকেট মন্নুর রহমান মগনু, এডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম জাবেদ, এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ ঃ আটটি বোমা বিস্ফোরণে সারা সুনামগঞ্জ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তবে বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। গতকাল বুধবার সকাল ১১টা ১০ মিনিটে সুনামগঞ্জ জজ কোর্ট ভবনে প্রথম বোমা বিস্ফোরিত হয়। ১১.১৫ মিনিটে সুনামগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের দোতলার সিঁড়িতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ১১.২০ মিনিটে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বাথরুমে দুইটি ও তিন তলার ছাদে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই সময়ে শহরের রাজগবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ মিনারের পেছনে এবং মল্লিকপুর ব্রিজের পাশে আরো তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরণের পর আদালত পাড়ায় আসা হাজার হাজার বিচার প্রার্থী দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। বিস্ফোরণের পর সবকটি গোয়েন্দা সংস্থা জেলা প্রশাসক কার্যালয়সহ পুরো আদালতপাড়া কর্ডন করে তদন্ত শুরু করে। ডিবি ইন্সপেক্টর গোপাল চক্রবর্তী জানান, একই সময়ে সবগুলো বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় এবং আলামত দেখে অনুমান করা হচ্ছে এগুলো টাইমবোমা হতে পারে। গতকাল আদালত পাড়ায় কোনো কার্যক্রম হয়নি। সারা শহরে বর্তমানে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ঘৃনিত এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুজ জহুর, সাবেক সম্পাদক আয়ুব বখত জগলুল, যুগ্ম সম্পাদক এড. নান্টু রায়, বিকল্প ধারার নেতা শেখ এমদাদুল হক, এড. শহীদুজ্জামান চৌধুরী, এড. আব্দুল হক, এড. এখলাছুর রহমান, এড. রুহুল তুহিন, এড. নিরঞ্জন তালুকদার, এড. খায়রুল কবির রুমেন, এড. শেবেনুর আলী, এড. ইকবাল আহমদ, এড. আকতারুজ্জামান সেলিম, এড. আজাদুল ইসলাম রতন, এড. আনোয়ার হোসেন, জাপার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এড. আব্দুল মজিদ যুবলীগ সভাপতি এড. করিম আহমদ প্রমুখ।

হবিগঞ্জ ঃ হবিগঞ্জ জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি স্থানে ৭টি ব্যাটারি নিয়ন্ত্রিত টাইমবোমা গতকাল বেলা ১১টা ৫ মিনিট থেকে ১ মিনিটের ব্যবধানে বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনায় অফিস, আদালতসহ সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা যায়, প্রথম বোমা বিস্ফোরিত হয় বার লাইব্রেরির তৃতীয় তলায় ওঠার সিঁড়িতে। এর পর একে একে জেলা প্রশাসকের কালেক্টরেট ভবনের দ্বিতীয় তলায় নেজারত শাখার পাশের ছাদে দুইটি, জজ কোর্টের ছাদে একটি, সদর থানার সামনে পার্কের ভেতর একটি, শায়েস্তানগর এবং ডাকঘর এলাকায় পৌর মার্কেটের তৃতীয় তলার সিঁড়ির মধ্য একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এদিকে হবিগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুপুরে জেলা যুবলীগ, জেলা ছাত্রলীগ ও জেলা ছাত্রদল ও আইনজীবী পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ শেষে প্রতিবাদ সভা করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ৭টি স্থানে গতকাল বুধবার বেলা ১১টা থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে ৮টি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ৬ জন আহত হয়েছে। বোমাগুলো বিস্ফোরণের পর সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায় সারা শহর। বিস্ফোরণে আহতরা হচ্ছেন সদর উপজেলার নরসিংসার গ্রামের আনোয়ার (৩৫), শহরের কান্দিপাড়ার তামান্না (১২) ও তার মা হুসনে আরা বেগম (৩০), নবীনগর উপজেলার বড়াইল গ্রামের কামাল মিয়া (২৫), সদর উপজেলার নোয়াবাদি গ্রামের জাহাঙ্গির (৩০), ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামের শামীম (৩৫)। পুলিশ শামীমকে বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে শহরের মেড্ডা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো একটি যাত্রীবাহী বাসের চাকায় লিফলেটে মোড়ানো বোমা বিস্ফোরিত হয়। এরপর জেলা সদর হাসপাতালের সামনে ট্রাফিক আইল্যান্ডে, আদালত ও আইনজীবী অফিস চত্বর, রেলস্টেশনের ২নং প্লাটফরমে এবং দঃ পৈরতলার বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় একই সময় বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ পৈরতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ২টি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করেছে।

এ ঘটনার পর শহরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এদিকে বোমা বিস্ফোরণের পরপরই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, পুলিশ সুপার এ টি এম তারেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দুপুরের দিকে একজন মেজরের নেতৃত্বে এসএসএফ-এর ১টি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদল বিস্ফোরণস্থলগুলো পরিদর্শন করেন।

বিস্ফোরণের পরপরই পুলিশ সুপার এ টি এম তারেক জেলা পুলিশের সব সদস্যকে সতর্ক করে দিয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেন। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয় আশুগঞ্জের জিয়া সারকারখানা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাইলোসহ বন্দর নগরী আশুগঞ্জের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে বিডিআরকে টহল দিতে দেখা গেছে। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোঃ লিঃ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়, তিতাস গ্যাস কূপসহ গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

চাঁদপুর ঃ চাঁদপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থাপনায় গতকাল বুধবার সকালে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা ১১টি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে বিস্ফোরিত এসব বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে ৫ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরপর গোটা শহরে পুলিশ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। সকাল পৌনে ১১টায় জজ কোর্টের দোতলায় প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে মোঃ ইব্রাহিম (৫৫), জয়নাল আবেদীন (৫০) ও এড. শামছুল আলম (৪২) আহত হন। এর পর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের আমলি আদালত, আইনজীবী সমিতি ও পুরান বাজার রিপুজি কলোনিসহ বিভিন্নস্থানে ১০টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

ঘটনার পরপর পুলিশ বিস্ফোরণস্থলগুলো শিল্ড করে দেয়। শহরের সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জজ কোর্ট, জেলা

প্রশাসকের কার্যালয় জনশূন্য হয়ে পড়ে। পুলিশ জজ কোর্ট ভবন থেকে অবিস্ফোরিত ১টি বোমা উদ্ধার করেছে। বোমা বিস্ফোরণের পর জেলা প্রশাসক তাহেরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার হারুন-অর-রশীদ ঘটনাস্থলগুলো পরিদর্শন করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, কোনো একটি মহল আতঙ্ক ছড়াতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তবে এ পর্যন্ত জড়িত কাউকে আটক অথবা চিহ্নিত করতে পারেনি পুলিশ।

বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে জেলা আইনজীবী সমিতি, গণফোরাম, আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগসহ আরো বেশ কটি সংগঠন। চাঁদপুর সরকারি কলেজে ছাত্রদল তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

কুমিল্লা ঃ কুমিল্লা শহরের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে কমপক্ষে ১০টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর মধ্যে কুমিল্লা জোজকোর্ট এলাকায় ৪টি, ফৌজদারি কোর্ট এলাকায় ৩টি, প্রেসক্লাবের বারান্দায় ১টি, শহরের শাসনগাছা বাসস্ট্যান্ডে ১টি এবং কুমিল্লা সেনানিবাস মার্কেট এলাকায় ১টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। এ বোমা হামলায় ৩ ব্যক্তি সামান্য আহত হয়। হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১১টা থেকে প্রায় ১৫ মিনিটব্যাপী একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দে কুমিল্লা শহর কেঁপে ওঠে। সকালে কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কার্যালয় ফৌজদারি কোর্ট এলাকায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি সভায় যোগদানের জন্য পুলিশ ও বিডিআর কর্মকর্তারা আসতে শুরু করেন। এ সময় পুলিশ ও বিডিআরের তিনটি গাড়ির মাত্র ১০ গজ দূরে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এরপরই জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের দোতলার বাথরুমের ভিতরে এবং কোর্ট ক্যাম্পাসে বিআরটিএ অফিসের সামনে তৃতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। একই সময়ে কুমিল্লা জজকোর্টে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের দোতালার সিঁড়ি ও নিচতলার বারান্দায় ২টি, আইনজীবী সমিতির দুই ভবনের মধ্যে ১টি ও আইনজীবী সহকারী অফিসের সামনে ১টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। জজকোর্ট জেলা আইনজীবী সমিতির লাইব্রেরিতে একটি বোমা অবিস্ফোরিত থেকে যায়। জজকোর্টে বোমা বিস্ফোরণে মামলার বিচার কাজে আসা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার নুরুজ্জামানের ছেলে ফেনু মিয়া (৭০), বরুড়া উপজেলার পয়লেগাছা পেরুল গ্রামের ওসমান গনি (৫৩), জজকোর্ট এলাকার লোকমান হোসেন (৩০) সামান্য আহত হয়।

এদিকে একই সময়ে কুমিল্লা প্রেসক্লাবের বারান্দা, শাসনগাছা বাসস্ট্যান্ড টার্মিনাল ও কুমিল্লা সেনানিবাস মার্কেটে কাকলী রেস্তোরাঁর সামনে আরো ৩টি বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়।

পুলিশ ঐ এলাকা থেকে বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। আটক ৩ জন হচ্ছে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল প্রথম বর্ষের ছাত্র এম এ জি ওসমানী (২০), কোর্টবাড়ী সন্ধামতি গ্রামের জহিরুল ইসলাম (২০) ও মুরাদনগর উপজেলার শাহাবুদ্দিন ভাণ্ডারী (২৬)।

বোমা বিস্ফোরণের পর কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান ও পুলিশ সুপার আওরঙ্গজেব মাহবুব জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলগুলো পরিদর্শন করেন। কুমিল্লা জেলা প্রশাসক বলেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ১ প্লাটুন পুলিশ ও ১ প্লাটুন বিডিআর মোতয়েন থাকবে। শহরের বাসস্ট্যান্ড, সিনেমা হল, বাজারসহ জনবহুল এলাকাগুলোতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ কঠোর নজরদারি করে যাবে।

নারায়ণগঞ্জ ঃ নারায়ণগঞ্জে একযোগে ৬টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সকাল ১১টা থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫ জন আহত হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ৪টি বোমার আলামত উদ্ধার করেছে। সকাল ১১টা ৭ মিনিটে জেলা জজকোর্টের উত্তর বারান্দা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভবনের পেছনে ঘটে প্রথম বোমা হামলার ঘটনা। পরে একে একে চাষাড়া গোলচত্বরে, ২নং রেল গেট, নারায়ণগঞ্জ থানার প্রধান ফটকের সামনে ও মণ্ডলপাড়া এলাকায় বোমা হামলার খবর পাওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জ জজকোর্টের উত্তর বারান্দায় বোমা বিস্ফোরণের এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যাংক কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর জানায়, বারান্দার দেয়ালের পাশে রক্ষিত একটি ব্যাগ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের পর ধোঁয়ায় কোর্ট ভবন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ সময় কোর্ট ভবনে উপস্থিত সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। বিস্ফোরণের শব্দে হুমায়ুন কবীর আহত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবনের পেছনে বিস্ফোরিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুমি আক্তার জানায়, ১৫/১৬ বছরের এক কিশোর একটি ব্যাগ রেখে সটকে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বোমা বিস্ফোরিত হয়। ১১টা ১৫ মিনিটে চাষাড়া গোলচত্বরের পাশে বঙ্গবন্ধু সড়কে হঠাৎ বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় কলেজ ছাত্রী ফারজানা (১৮) ও সুমি (২০) আহত হয়। একই সময় ২নং রেলগেট এলাকায় বঙ্গবন্ধু সড়কের ওপর বিস্ফোরণ ঘটে এতে ছানাউল্লাহসহ আরো ২ ব্যক্তি আহত হয়। এছাড়া সদর থানার প্রধান ফটক ও মণ্ডলপাড়া এলাকায়ও বিস্ফোরণ ঘটে। শহরের মূল পয়েন্টগুলোতে বোমা বিস্ফোরণের পর পুরো শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পুলিশ ও র‌্যাব শহরে টহল দিতে থাকে।

পুলিশ সুপার সাহাবুদ্দিন খান জানান, কি কারণে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো তার রহস্য এখনো পাওয়া যায়নি তবে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সন্দেহভাজন সাইফুল নামে এক কিশোরকে আটক করে।

বরিশাল ঃ বরিশাল নগরীতে ১৮টি পয়েন্টে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য পুলিশ ১২টি পয়েন্টে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১টা ৫ মিনিট থেকে ১১টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ২০ মিনিটের মধ্যে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে রেণু বেগম (৪৫) নামে এক মহিলাকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নগরীতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে টহল দিচ্ছে র‌্যাব। নগরীর প্রবেশ দ্বার এবং ব্যস্ততম এলাকাগুলোতে পথচারী ও যানবাহন তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ এসব বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ জনকে আটক করেছে।

যে সব এলাকায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে সেগুলো হলো ডিসি অফিসের সামনে, পুলিশ অফিসের সামনে, টিএন্ডটির পিছনে, জেলা কারাগারের সামনে, জেলা স্কুলের মোড়ে, সদর রোড বিবিরপুকুর পাড়ে, নতুন বাজার টেম্পোস্ট্যান্ডে, বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে, নথুলাবাদ বাস টার্মিনাল, বটতলা বাজার সংলগ্ন মসজিদের সামনে, বাংলা বাজার মসজিদের সামনে, সিএন্ডবি রোডস্থ সড়ক ও জনপথ অফিসের সামনে, আমতলার মোড়, মেডিকেলের সামনে, ওয়াপদা গেটে, আদালত প্রাঙ্গণে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের সামনে, পুলিশ লাইন মোড়ে

এবং কোতোয়ালি থানার সামনে।

বিএম কলেজ ক্যাম্পাস, নতুন বাজার টেম্পোস্ট্যান্ড ও ডিসি অফিসের সামনে থেকে পুলিশ অবিস্ফোরিত অবস্থায় ব্যাগ ভর্তি ৭টি বোমা উদ্ধার করেছে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানালেও পুলিশ বলছে ব্যাগের মধ্যে কোনো বোমা পাওয়া যায়নি।

বিস্ফোরণের পরপরই পুরো নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডিসি অফিস প্রাঙ্গণে বিস্ফোরিত বোমায় গুরুতর আহত রেণু বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ অফিসের সামনে বোমার বিকট শব্দে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এক তরুণী। এছাড়া আহত হয় আরো ৬ জন।

ডিসি অফিসের বারান্দায় বিস্ফোরিত বোমায় শকওয়েভে দপ্তরের দরজা-জানালার কাচ ভেঙে যায়। সিরিজ বোমা হামলায় এ ঘটনা চলাকালে পুরো নগরী বারবার কেঁপে ওঠে। লোকজন ঘরবাড়ি এবং অফিস-প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। বিস্ফোরণের পরপরই ঘটনাস্থলগুলোতে লোকজন ছোটাছুটি করতে থাকে। নগরী হয়ে পড়ে প্রায় জনশূন্য। যানবাহন চলাচল হ্রাস পায়।

বরিশালের পুলিশ সুপার মাইনুর রহমান চৌধুরী জানান, প্রাথমিকভাবে এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বোমাগুলো টাইম বোমা এবং নির্ধারিত একটি সময়ে সবগুলো বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য টাইম সেট করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি বোমায় ডেটনেটর ছিল। এর সঙ্গে ছিল ব্যাটারি, সুইচ, ইন্ডিকেটর বাল্ব এবং লাল ও সবুজ রঙের সংযোগ তার। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত র‌্যাব এবং পুলিশ সদস্যরা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছিল।

জয়পুরহাট ঃ জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত জয়পুরহাট জেলা শহরে গতকাল বেলা প্রায় ১১টা ৫ মিনিট থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে শহরে সবচেয়ে ব্যস্ততম স্থান মুক্তমঞ্চের সামনে ও জজকোর্টসহ বিভিন্ন স্থানে মোট ৬টি টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে। বিস্ফোরণের বিকট শব্দের ফলে জেলার সর্বত্রই চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সদর থানা পুলিশ বিস্ফোরণের স্থান থেকে অবিস্ফোরিত ৩টি বোমা ও জামা'আতুল মুজাহিদিনের বাংলা এবং উর্দুতে লেখা লিফলেট ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার পরপরই প্রশাসন জেলার সকল সিনেমা হল ২ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আহত ৩ জনই হলো রিকশাচালক। আহতরা হলো জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাদসা ইউনিয়নের ভাদসা গুচ্ছগ্রামের কিয়ামুদ্দিনের পুত্র সুলতান (৪০), মৃত আমজাদ হোসেনের পুত্র আতোয়ার হোসেন (৩৫) ও হরিপুর গ্রামের মৃত দানেশউদ্দিনের পুত্র মজনু (৩০)। বিস্ফোরিত স্থানগুলো হলো জজকোর্ট, শহরের মুক্তমঞ্চের সামনে, আনন্দ হলের সামনে ও বাস টার্মিনালের সামনে। প্রথমে ১১ টা ৫ মিনিটের সময় জজকোর্ট চত্বরে প্রায় একই সময় ৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর একই সময় আনন্দ সিনেমা হলের সামনে, মুক্তমঞ্চের সামনে ও বাস টার্মিনালে বিস্ফোরণ ঘটে। মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে আহত রিকশাচালক মনজু ও আনন্দ হলের সামনে থেকে সুলতান ও আতোয়ারকে পুলিশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

জানা যায়, রিকশাচালক সুলতান আনন্দ হলের সামনে রিকশাস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় ২৮/৩০ বছর বয়সী একজন যুবক রিকশাওয়ালা সুলতানকে বলে সে ভাদসা যাবে। এ বলে যুবকটি একটি কাপড়ের ব্যাগ রিকশার হ্যান্ডেলে রেখে সে বলে আমি সামনের দোকান থেকে এখনই আসছি। ব্যাগ রাখার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে আহত রিকশাচালক জানায়। পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরী জানান, আহত ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ ঃ সিরাজগঞ্জের জেলা জজ আদালত, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সরকারি কলেজ, বাজার, স্টেশন ও বাস টার্মিনাল এলাকায় সকাল ১১টার পর শক্তিশালী ৭টি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমার আঘাতে বিচারালয়ে আসা মা-মেয়েসহ ৪ জন আহত হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সেনাবাহিনীর একটি দল বিস্ফোরিত এলাকা পরিদর্শন করে।

প্রত্যক্ষদর্শী, প্রশাসন ও পুলিশ সূত্র উল্লিখিত বিবরণের সত্যতা স্বীকার করে জানায়, সকাল ১১টার পর জজ আদালত ও ফৌজদারি আদালত চালু অবস্থায় পরপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এর পরপরই বাজার স্টেশন ও বাস টার্মিনাল এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। আধাঘণ্টা পর সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আরো ১টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বোমার আঘাতে আহত বেলকুচির জোগনালা গ্রামের শিশুকন্যা উর্মি, মা হাফিজা, চাচা আফসার আলী এবং শাহজাদপুর গালা ইউনিয়নের রিজিয়া (২৮) মামলা সংক্রান্ত কারণে কোর্টে আসেন। বোমা বিস্ফোরণ এলাকায় উর্দু লেখা ও বাংলা কম্পিউটারে লেখা লিফলেট পাওয়া গেছে।

বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণে আদালত প্রাঙ্গণের বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশাসন, সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। আদালত প্রাঙ্গণের বিচার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। শহরে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে, বোমা বিস্ফোরণে কোর্ট বিল্ডিংয়ের জানালার কাচ ভেঙে যায়। প্রচণ্ড শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত মানুষ দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। সর্বত্র স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সিরাজগঞ্জের জজ আদালত চত্বরে, ফৌজদারি আদালত চত্বর-২, কলেজ-১, বাজার স্টেশন এলাকা-১ এবং বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ১টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

রাজশাহী ঃ রাজশাহী মহানগরীর ২৫টি পয়েন্টে গতকাল সকাল ১১ টা থেকে সোয়া ১১ টার মধ্যে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুলিশের ভাষায়, টাইম বোমা জাতীয় এসব বোমার বিস্ফোরণের পর পরই নগরবাসীর মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করলে কয়েকজন আহত হয়। ঘটনার পর থেকে রাজশাহী মহানগরী আতঙ্ক নগরীতে পরিণত হয়েছে। নগরীর রাস্তাঘাটে লোকজন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। পুলিশের উপস্থিতিতে এসব বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও রহস্যজনক কারণে পুলিশ ঘটনার ক্লু উদঘাটন করতে পারেনি। বিস্ফোরণের পরপরই পুলিশ নগরীর বিভিন্ন প্রবেশপথ ঘিরে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করলেও দুপুর ২টা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। নগরজুড়ে পুলিশ-র‌্যাবের টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতকাল বিকাল পর্যন্ত নগরীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বোমা বিস্ফোরণে কারো আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। প্রতিটি বিস্ফোরণস্থলে পাওয়া গেছে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের বাংলা ও আরবি ভাষার লিফলেট ও প্রচারপত্র।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, সকাল ১১টা ৫ মিনিটে প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয় সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টের একটি বিদ্যুতের খুঁটির কাছে। এখানে থাকা একটি সাইকেলের ওপর ব্যাগের মধ্যে ২টি বোমা রাখা ছিল। এর পর আরডিএ মার্কেটের প্রধান গেটে, রাজশাহী মহিলা কলেজের সামনে, নিউমার্কেটের প্রধান প্রবেশ দ্বারে, বিন্দুর মোড় রেলগেটে, রাজশাহী রেলস্টেশন চত্বরে, তালাইমারী, কাজলা, কাটাখালি,

নওদাপাড়া, রুয়েটের সামনে, লক্ষ্মীপুর পুলিশ ফাঁড়ির দেয়ালের সঙ্গে, কোর্ট চত্বরে, রাজশাহী জেলা জজের গাড়ির নিচে, জেলা প্রশাসকের অফিসের নিচতলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সামনেসহ অন্তত ২৫টি স্থানে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। একযোগে নগরজুড়ে বোমা বিস্ফোরনের পর পরই আতঙ্ক আর ভয়ে নগরীর রাস্তাগুলো ফাঁকা হয়ে যায়। নগরজুড়ে সাধারণ মানুষ ছোটোছুটি শুরু করে। পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনার পর পরই বিস্ফোরণস্থলগুলো ঘিরে ফেলে এবং আশপাশে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। পুলিশ বিভিন্ন স্পট থেকে বিস্ফোরণ হয়নি এমন ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। বোমাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন এগুলো টাইম বোমা তবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবি করেন।

এদিকে নগর ও দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণের পর রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ ঘটনার প্রতিবাদে নগরীতে পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল বের করে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, গতকাল বোমা বিস্ফোরণের এক ঘন্টা আগে নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে সবুজ পাগড়ি ও সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা অজ্ঞাত লোকজনকে বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। একই সঙ্গে বিস্ফোরণের আগে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট দিয়ে একটি লাল রংয়ের প্রাইভেট কার দ্রুত চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়ক ধরে কোর্টের দিকে চলে যায়। প্রাইভেট কারটি আবারও ফিরে আসে ঘটনার কিছুক্ষণ পর। পুলিশ লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রাইভেটকারটিকে খোঁজাখুঁজি করলেও সেটিকে খুঁজে পায়নি শেষ পর্যন্ত।
রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার নাইম আহমেদ জানান, এসব পরিকল্পিত কাজ। ঘটনার পর পরই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পুলিশি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে । নগরীর প্রবেশ দ্বারগুলো এক ঘন্টার জন্য বন্ধ রেখে এই তল্লাশি শুরু করা হয়। র‍্যাবও বিভিন্ন পয়েন্টে যানবাহন তল্লাশি করে। এসব তল্লাশির ফলাফল শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শূন্য ।
খুলনা ঃ খুলনার জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণসহ নগরী ও জেলার মোট ১৫টি স্থানে গতকাল বুধবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের সামনে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে তিনটি শিশু আহত হয়েছে। পুলিশ বোমা হামলার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা সোয়া ১১টার দিকে খুলনা জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালতের বিচারকের কামরার সামনে, বার লাইব্রেরির সামনে, দায়রা জজ আদালতের পিছনে মসজিদের সামনে, জেলা কারাগারের বাউন্ডারির ভেতরে ও মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের হাজতখানার সামনে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই সময়ে ডাকবাংলা জামে মসজিদের বারান্দায়, ধর্মসভা গোলকমনি শিশুপার্কের দুই পাশে দুটি স্থানে, দৌলতপুর বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সুবোধ চন্দ্র ছাত্রাবাসের সামনে, দৌলতপুর মহসীন স্কুল, দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজের গেটে, নিউমার্কেটের প্রধান গেটের দোতলায়, রূপসা সরকারি প্রাথমিক ও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের সামনে, গল্লামারি ইসলামনগরে এবং বয়রা কর ভবনের সামনে বোমা বিস্ফোরিত হয়।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের সামনে ও গল্লামারি ইসলামনগরে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে রাকিব (৬), রুবেল (৮) ও রবিউল (১০) নামে তিনটি শিশু আহত হয়। এর মধ্যে রাকিবের মুখ, রুবেলের ডান হাত ও রবিউলের গলা ঝলসে গেছে। রাকিবকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খুলনা জেলা প্রশাসক মোঃ মাহবুবুর রহমান ও কেএমপির ডেপুটি কমিশনার (সাউথ) আবদুল্লাহ আল মামুন এবং র‍্যাব কর্মকর্তারা বেলা সাড়ে ১১টায় আদালত প্রাঙ্গণে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
বোমা বিস্ফোরণের পরে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ জামা'আতুল মুজাহিদিনের লিফলেটসহ বটিয়াঘাটা উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামের আলতাফ হাওলাদারের ছেলে বাদল হাওলাদার (২২) এবং একটি ক্যামেরা ও বইসহ তেরখাদার হাড়িখালি গ্রামের সরোয়ার জাহান মোল্যার ছেলে মুজিবর রহমানকে (৫০) গ্রেপ্তার করে। এছাড়া আদালত প্রাঙ্গণ থেকে মিলন মজুমদার (২২) ও ডালিমকে (২৫) গ্রেপ্তার করে। তাদেরকে মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোতির বোমার আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। বোমাগুলো কাগজের প্যাকেটের মধ্যে কাঠের গুঁড়ার ওপর বসানো ছিল। এগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি টাইম বোমা। বোমাগুলোতে বিস্ফোরকের পরিমাণ ছিল কম। যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম।
গাইবান্ধা ঃ গাইবান্ধায় গতকাল বুধবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটে শহরের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একই সঙ্গে ৮টি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৩০ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৬ জনকে গুরুতর অবস্থায় গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনটি তাজা বোমাও উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় বোমা বিস্ফোরিত স্পটগুলো থেকে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের সহস্রাধিক লিফলেট উদ্ধার করা হয়। আহতরা হচ্ছেন সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের গোদারহাট গ্রামের সাজু মিয়ার পুত্র ও পৌর ক্যান্টিনের বয় আমিনুল (১০), একই উপজেলার সাহাপাড়া ইউনিয়নের খামার পীরগাছা গ্রামের আব্দুল জলিল (৪০), অজ্ঞাত বাবলু, সাদুল্যাপুর উপজেলার বোয়ালীদহ গ্রামের আব্দুল গোফফার (৪৫), গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার খলসি গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (৩৫), সাঘাটা উপজেলার সর্দারপাড়া গ্রামের হায়দার আলী (৫০)। আহতরা ডিসি অফিস ও জজ আদালতে মামলা সংক্রান্ত কাজের জন্য গাইবান্ধায় আসেন। এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সদর উপজেলার মালিবাড়ি গ্রামের রফিকুল ইসলাম ও মঞ্জিল হোসেন নামে দুব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১১টা ৫ মিনিটে জেলা জজকোর্টের মহুরিখানা, জেলা বার ভবন, জজকোর্ট, গাইবান্ধা ট্রেজারি, জেলা প্রশাসক অফিসের পশ্চিম পার্শ্বে, গাইবান্ধা পৌরপার্ক ক্যান্টিন, কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল ও গাইবান্ধা রেলস্টেশনের পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত পরিত্যাক্ত গোডাউনে পরপর ৮টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। আকস্মিকভাবে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় মানুষ হতচকিত হয়ে পড়েন। জেলা প্রশাসক, সব ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, আইনজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দ্রুত অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এসব অফিসে কাজের জন্য আসা লোকজন এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। পলাশবাড়ি সড়কে চলাচলকারী সকল প্রকার যানবাহন চলাচল অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্য সরকারকে দায়ী করে দুপুর ১২টার দিকে শহরে সর্বদলীয় মিছিল বের হয়। পরে নাট্য সংস্থা চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক আমিনুল ইসলাম গোলাপ, আবু বকর সিদ্দিক, মিহির ঘোষ প্রমুখ।
রংপুর ঃ সকাল ১১টা ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ৮টি স্থানে ৮ বোমার বিস্ফোরণ ঘটলেও কোথাও কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া

যায়নি। তবে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছোটাছুটি ও আর্তচিৎকারে গোটা শহরময় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই পুলিশ বিস্ফোরণস্থলে উপস্থিত হয় এবং এলাকাগুলো ঘিরে রাখে। এর মধ্যে অবিস্ফোরিত অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে একটি, সুপার মার্কেট থেকে ১টি ও কেরাসাতার মসজিদ থেকে ১টি বোমা পুলিশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুব্যক্তিকে আটক করেছে। এদের মধ্যে রেজাউল করীম (৩৮) নামের একজন রয়েছে। জানা গেছে, তার বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায় এবং মঙ্গলবার রাতে তিনি রংপুর আসেন। অপর ব্যক্তির নাম দুলু (২৭) তার বাড়ি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘণ্টা এলাকায়। পুলিশ জানায়, বিস্ফোরিত বোমাগুলোতে টাইমার সংযুক্ত ছিল। যে কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পরপরই গোটা শহরে বিডিআর টহল দেওয়া শুরু করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণস্থান ও সড়কে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অব্যাহত রাখে।

পুলিশ সূত্র জানায়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি, সেখান থেকে ২৫ গজ দূরত্বে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের দরজার সামনে একটি, জজ আদালত চত্বরের আইনজীবী সমিতি ভবনের নিচে একটি, প্রেসক্লাবের পিছনে নিউ ক্রসরোডে একটি, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল মসজিদের কাছে একটি, মডার্ন মোড়ের ব্র্যাক অফিসের কাছে একটি, সাতমাথা শহীদ মিনার চত্বরে একটি এবং শাপলা চত্বরে একটি করে মোট ৮টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক তাজুল ইসলাম ও পুলিশ সুপারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া দেশজুড়ে এ বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ একটি যৌথ মিছিল। এছাড়া জেলা বাসদসহ (খালেক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শহরে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে। শহরজুড়ে বোমাআতঙ্ক বিরাজ করছে।

নওগাঁ ঃ বেলা ১১টা ১০ মিনিট থেকে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে শহরের বিভিন্ন স্থানে মোট ৭টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। স্থানগুলো হলো জজকোর্ট চত্বরে ২টি, জেলা প্রশাসন চত্বরে ২টি, বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড টিকিট কাউন্টারের সামনে ১টি, গোস্তহাটির মোড়ে ১টি ও লিটন সেতুর পশ্চিম পাড়ে সড়কের পার্শ্বে ১টি। ঘটনাস্থলগুলো থেকে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত আরবি ও বাংলায় লেখা পৃথক লিফলেট ও বোমার আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ জেলার সাপাহার উপজেলার মিয়াপাড়া গ্রামের মৃত আবু তাহের সরদারের পুত্র শহীদুল ইসলামকে (৩৫) কোর্ট চত্বর থেকে গ্রেপ্তার করেছে।

মানিকগঞ্জ ঃ মানিকগঞ্জের ৬টি গুরুতপূর্ণ স্থানে মোট ৭টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। সোয়া ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে বিস্ফোরিত এসব বোমায় কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রেসক্লাব চত্বর, জজকোর্ট চত্বর, কালেক্টরেট ভবনের সামনে, হাসপাতাল গেটের সামনে ও সিটি ব্যাংকের সামনে ১টি করে এবং স্থানীয় বাসস্ট্যান্ডে ২টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

কালেক্টরেট ভবনের সামনে বোমা বিস্ফোরণের সময় জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির নিয়মিত সভা হচ্ছিল। প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণ স্থলে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের নামে বাংলা ও আরবিতে লেখা লিফলেট পাওয়া যায়।

যশোর ঃ কয়েক মিনিটের ব্যবধানে অন্তত ৬টি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এসব ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবলসহ ৪ জন আহত হয়। পুলিশ শহরের মনিহার সিনেমা হল এলাকা থেকে অবিস্ফোরিত একটি বোমা উদ্ধার করেছে। একযোগে বোমা বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা শহরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শহরের কালেক্টরেট চত্বর জনশূন্য করা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ মোতায়েন করা হয় গোটা শহরে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যশোরে বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয় বেলা ১১টার পরপরই। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বোমা বিস্ফোরিত হয় কোতোয়ালি থানার প্রবেশ দ্বারের পাশে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কালেক্টরেট চত্বরে, আইনজীবী সমিতির সামনে, বাদশা ফয়সাল স্কুলের সামনে, জজকোর্টের পাশে এবং পালবাড়ি মোড়ে। এছাড়া শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা মনিহার সিনেমা হলের সামনে থেকে একটি অবিস্ফোরিত বোমা পুলিশ উদ্ধার করে।

ধারাবাহিকভাবে বোমা বিস্ফোরণের পর গোটা শহরে অভাবনীয় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এবং সব সময় যেখানে পুলিশ ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন সেই কোতোয়ালি থানার একেবারে প্রধান ফটকের পাশে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান। কোতোয়ালি থানার সামনে বোমা বিস্ফোরিত হলে অল্পের জন্য একজন পথচারী প্রাণে বেঁচে যান। তবে তিনি আহত হয়েছেন। এছাড়া কালেক্টরেট চত্বরে বোমা বিস্ফোরণের সময় এক পুলিশ কনস্টেবলসহ আহত হয় ২ জন।

ঠাকুরগাঁও ঃ গতকাল বুধবার বেলা ১১টার সময় জেলা শহরের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১৫ মিনিটের মধ্যে ৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঠাকুরগাঁও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২-এর বিচার কক্ষের ভিতরে সবচেয়ে শক্তিশালী বোমাটি বিস্ফোরিত হয় ১১টা ৫ মিনিটে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠাকুরগাঁও নারী ও শিশু জেলা জজ আদালতের বিচার কক্ষের দরজার কাছে ১টি, জেলা জজ আদালতের মূল ফটকে ১টি, শহরের মূল চৌরাস্তার আনারকলি বেকারির সামনে ১টি, আর্টগ্যালারি বাস টার্মিনাল মসজিদের সামনে ১টিসহ মোট ৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের দেয়াল ঘেঁষে উত্তর পাশে ব্যাগের ভিতরে ফেলে রাখা বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি। পুলিশ তাজা অবস্থায় সেটি উদ্ধার করে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা হামলার ঘটনায় সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। শহরে বিডিআর ও পুলিশ টহল দিচ্ছে।

মাদারীপুর ঃ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শহরবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ১১টা ২০ মিনিটের সময় মাদারীপুর জজ আদালতের বারান্দায় প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। বোমার বিকট শব্দে আদালতে আগত লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এছাড়াও বিস্ফোরিত এলাকায় প্রচণ্ড রকমের ধোঁয়ার সৃষ্টি হলে অনেকে ভয়ে আঁতকে ওঠে। থেমে যায় আদালতপাড়ার সমস্ত কোলাহল। থমকে পড়ে আদালতের সব কাজকর্ম। তাৎক্ষণিক সংবাদ পেয়ে মাদারীপুর ফায়ার ব্রিগেড ও সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে থাকা আরো একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়াও অপর একটি বোমা অকেজো ও দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বোমাগুলো জজকোর্টের বারান্দার পাশে একটি প্লাস্টিকের ছোট ব্যাগের মধ্যে ছিল।

দুপুর ১টার দিকে শহরের শিশু একাডেমী ভবনের পাশে দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এখানে কোনো লোকজন না থাকায় কেউ হতাহত

হয়নি। দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে মাদারীপুর শহরের পুরান বাজারস্থ হাওলাদার মার্কেটে তৃতীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় শহরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এদিকে মাদারীপুর সদর থানার পুলিশ জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের সামনে থেকে একটি ব্রিফকেসসহ ইলিয়াস নামে এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে আটক করেছে। পুলিশ জানায়, প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে আটক ইলিয়াস সন্দেহজনকভাবে আদালতের বারান্দায় ঘোরাফেরা করছিল। তার বাড়ি শিবচর উপজেলার শেখের চর গ্রামে।

গোপালগঞ্জ ঃ গোপালগঞ্জ শহরের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে এই বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় গোপালগঞ্জ শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঘটনার পর পুলিশ বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গেট এলাকা থেকে একটি অবিস্ফোরিত তাজা বোমা উদ্ধার করে। বোমা হামলার প্রতিবাদে জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগ শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

জেলা শহরের কোর্ট চত্বর, হাসপাতাল গেট, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গেট, শিল্পকলা একাডেমী, ডিসি অফিস এলাকা ও বাজার এলাকায় বিকট শব্দে ৭টি বোমা বিস্ফোরিত হলে ঐ সব এলাকার মানুষ প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। তবে বোমা হামলায় কেউ আহত হয়নি। বোমা বিস্ফোরণের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে জেলাবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে শহর হয়ে পড়ে মানুষশূন্য। বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল।

বোমা হামলার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলগুলোতে পৌঁছায়। গোটা এলাকায় জারি করা হয়েছে রেড এলার্ট। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশি পাহারা জোরদার করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাশকতা এড়াতে জেলা পুলিশ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।

ফরিদপুর ঃ গতকাল বুধবার বেলা ১১টা ১০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ ৭টি স্থানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রায় সবগুলো বোমাই মাটিতে পোঁতা ছিল। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। পুলিশ ১টি অবিস্ফোরিত বোমা এবং সন্দেহভাজন হিসেবে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটের সময় অল্প সময়ের ব্যবধানে শহরের প্রেসক্লাবের পাশে, জজকোর্টের সামনে, সার্কিট হাউসের পূর্বপাশে, মেডিকেল কলেজের পাশে, এলজিইডি অফিসের সামনে, স্টেডিয়ামের ভিতরে, জনতা ব্যাংক মোড় এলাকায় প্রচণ্ড শব্দে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে সন্দেহে শহরের বিভিন্ন আবাসিক হোটেল থেকে পুলিশ ৮ জনকে আটক করেছে। এরা হলো ফরিদপুর সদরের রেজাউল করিম মিন্টু (২৩), দিদার কবির (২৫), ভাঙ্গা উপজেলার ফারুক (২৭), রাজবাড়ী জেলার রাশিদুল ইসলাম (২৫), নগরকান্দা উপজেলা লিটন (২২), মুন্সীগঞ্জ জেলার নাসিমুজ্জামান পল্টু (৪৭), সাইফুল ইসলাম টিটু (৩২) ও কুষ্টিয়া জেলার আতিকুর রহমান (২৬)। পুলিশ শহরের হাজী শরীয়াতুল্লাহ মার্কেটের সামনে টেম্পোস্ট্যান্ড থেকে অবিস্ফোরিত ১টা বোমা উদ্ধার করেছে।

জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে লুঙ্গিপরা এবং শার্ট গায়ে দেওয়া, হালকা-পাতলা গড়নের যুবক প্রেসক্লাবের মূল ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে। ক্লিনসেভ করা অপরিচিত যুবকটির বয়স ২৮-৩০ বছর হবে। যুবকটি প্রেসক্লাবের ভিতরে ঢুকে, ক্লাবের ফুল বাগানের পাশে বসে হাতের ব্যাগ খুলতে যায়। এ সময় প্রেসক্লাবের বাউন্ডারির ভিতরে অবস্থিত ফ্যাক্স ফোনের দোকানদার ঐ যুবককে ডাক দেয়। তখন ঐ যুবকটি দ্রুত প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী মার্কেটের ভিতরে চলে যায়। দোকানদার দ্রুত ঐ যুবকের পিছনে গিয়ে তাকে আর পায়নি। এর অল্প কিছু সময় পরই সুপার মার্কেটের পিছনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। অনেকেই সন্দেহ করছে লুঙ্গিপরা এই যুবকটিই বোমা বহন করছিল। পুলিশ জানায়, তারা ঐ সন্দেহজনক যুবকটিকে খুঁজছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিবাদে ফরিদপুর শহর ও বোয়ালমারীর বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বোয়ালমারীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান এই বোমা হামলা জোট সরকারের চক্রান্তের ফসল হিসেবে বর্ণনা করেন।

গাজীপুর ঃ গতকাল বুধবার গাজীপুর জেলা প্রশাসন চত্বর, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, শহীদ মিনার, র‌্যাব ট্রেনিং স্কুল সংলগ্ন, বাসস্ট্যান্ডসহ শহরের অন্তত ৮টি জনাকীর্ণ স্থানে ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে টাইমবোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এ সময় এক স্কুলছাত্রী ও অপর এক মহিলা আহত হয়েছে। আহত স্কুলছাত্রীর নাম শিরিন আক্তার (১১)। সে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, উক্ত মহিলা ব্যাগে বোমা বহনের সময় তা বিস্ফোরিত হলে সে আহত হয়। এ সময় মহিলার সঙ্গে থাকা সহযোগীরা তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে চলে যায়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সোয়া ১১টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এসব বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ এসময় প্রেসক্লাব চত্বরে ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব) কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে অবিস্ফোরিত দুটি টাইমবোমা উদ্ধার করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কোর্ট এলাকা থেকে পুলিশ দুব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে খবর পাওয়া গেলেও পুলিশ তাদের নাম জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। এদিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে গাজীপুর জেলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

বোমা বিস্ফোরিত স্থানগুলো হলো জেলার আদালতপাড়াস্থ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কার্যালয় প্রাঙ্গণ, প্রেসক্লাব চত্বর, শিমুলতলীর র‌্যাব ট্রেনিং স্কুলসংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লাইব্রেরি চত্বরে, শহরের জয়দেবপুর কৃপাময়ী কালীমন্দির প্রবেশদ্বারে, চান্দনা চৌরাস্তা জাগ্রতচৌরাঙ্গী পাদদেশে এবং ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে।

ভোলা ঃ ভোলায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ও জজকোর্ট প্রাঙ্গণে ভয়াবহ টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের আতঙ্কে জেলা প্রশাসক কার্যালয় ও জজকোর্টে আসা হাজার হাজার মানুষ ও অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হতবিহ্বল হয়ে প্রাণভয়ে এদিকে সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ডিসি অফিস চত্বর থেকে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভোলা জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মতিয়ার রহমান ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সিঁড়ির নিচে প্রথম বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটে। এর প্রায় আনুমানিক ১০ মিনিট পর জজকোর্ট প্রাঙ্গণে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বাজারের ব্যাগে রক্ষিত দ্বিতীয় বোমাটির ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বোমার বিকট শব্দে শত শত মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক সাময়িকভাবে আদালতে বিচার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে। জেলা প্রশাসক

কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণস্থল থেকে পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে আনোয়ার (৩৩) ও আমির হোসেন (৩৮) নামক দুই ব্যক্তিকে কার্যালয়ের পেছনের পুকুর পাড় থেকে পুলিশ একটি অবিস্ফোরিত তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত বোমার সঙ্গে পেন্সিল ব্যাটারি ও তারের সংযোগ থেকে পুলিশ ধারণা করছে বোমাগুলো রিমোট কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রিত। বোমাগুলোর সঙ্গে উগ্রবাদী নিষিদ্ধ সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের বেশ কিছু লিফলেট পাওয়া গেছে।

নৃশংস এ বোমার ঘটনায় ভোলা জেলা আ.লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি করছেন।

ফেনী ঃ ফেনীতে দুটি স্থানে শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে শহরের কলেজ রোড, পুরাতন জজকোর্ট ও ফেনী পৌরসভার মধ্যবর্তী স্থানে শক্তিশালী দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। কে বা কারা কাপড়ের ব্যাগে বোমাটি রেখে যায়। বিস্ফোরণের পর সেখানে জামা'আতুল মুজাহিদিনের লিফলেট পাওয়া গেছে। এর ১৫ মিনিট পর পৌনে ১২টার দিকে ট্রাংক রোডের দক্ষিণাংশে বড়ো মসজিদের কাছে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে।

শরীয়তপুর ঃ শরীয়তপুর শহরে গতকাল সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মোট ৬টি টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বোমাগুলো শক্তিশালী হলেও এতে কেউ হতাহত হয়নি। এ বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় জেলা শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয় সদর থানার পিছনে রাজগঞ্জ ব্রিজের কাছে, ডাকবাংলোর পিছনে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সেটেলমেন্ট অফিসের দুই পার্শ্বে ২টি, শরীয়তপুর জজকোর্টের পশ্চিম দেয়ালের পার্শ্বে ও জেলা সদর পালং উত্তর বাজারে ১টি। বিস্ফোরণের পরে উদ্ধারকৃত বোমাগুলো সদর থানা পুলিশ তাদের হেফাজতে রাখে। বোমাগুলো দেখতে টাইম বোমার মতো। বোমাগুলো বিস্ফোরণ ও উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশ সুপার কামরুল আহসান সাংবাদিকদের জানান, এগুলো কোন ধরনের বোমা তা বলা যাচ্ছে না। উদ্ধার কাজ ও তদন্ত কাজ চলতেছে পরে তা আপনাদের বিস্তারিত জানানো হবে। জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শরীয়তপুর শহরে বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে জেলা ছাত্রলীগ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। জেলা যুবদল ও ছাত্রদল আঃ জব্বার খান ও রুহুল আমীন মুন্সির নেতৃত্বে জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

শেরপুর ঃ শেরপুরের ৬টি স্থানে গতকাল বোমা বিস্ফোরিত হলে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল ১১টা থেকে সোয়া ১১টার মধ্যে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয় জেলার নিউ মার্কেটের ছাদের ওপর। এরপর জেলা জজকোর্টের ৩টি স্থানে একে একে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়। এছাড়া একই সময় জেলা বাসস্ট্যান্ড মসজিদের পাশে ১টি, খোয়ার পাড় মোড়ে ১টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে পুলিশ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে ১টি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করে তা নিষ্ক্রিয় করে। ঘটনার পর জেলা প্রশাসক এম এন সিদ্দিক ও পুলিশ সুপার নিবাস চন্দ্র মাঝি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিকাল ৪টায় একটি জরুরি সভা তলব করা হয়। এ ব্যাপারে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সাংসদ আতিউর রহমান আতিক ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. চন্দন কুমার পালের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

সাতক্ষীরা ঃ সাতক্ষীরায় বুধবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটে ৫টি স্পটে ৮টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। স্পটগুলো হলো সাতক্ষীরা জজকোর্টের বার সমিতির সামনে ১টি, হিসাবরক্ষণ অফিসের সামনে ২টি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবেশ পথে ১টি। এছাড়া পুরোনো জজকোর্টের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সামনে ১টি, শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কের পাবলিক লাইব্রেরির সামনে ১টি, খুলনা রোডের মোড়ে ১টি, বাসটার্মিনালে ১টি। এক-দু মিনিটের ব্যবধানে জজকোর্ট ও কালেক্টরেট এলাকায় পর পর ৪টি বোমা বিস্ফোরিত হলে শত শত মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে। এজি অফিসের সামনে বোমা বিস্ফোরণে শ্যামনগর উপজেলার খলিশাবুনিয়া গ্রামের তুষার কান্তি বর্মন (২২) আহত হয়েছে। তাকে সাতক্ষীরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বোমা বিস্ফোরণের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরের লোকের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানায়, ৫টি স্পটে বিস্ফোরিত ৮টি বোমা টাইম বোমা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ প্লাস্টিক